যুগান্তর

তারিখ SEP 10 2006
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিবঞ্চিত হবে ৭৮ হাজার শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

এইচএসসি উত্তীর্ণ ৭৮ হাজার শিক্ষার্থী এবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। এসব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সাড়ে ১৪শ'। এসব প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১ লাখ ৮২ হাজার ৭১০টি আসন রয়েছে। আর এবার এইচএসসিতে সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৬৩ হাজার ৩৫৮ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ বা সব বিষয়ে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর পেয়েছে ৯ হাজার ৪৫০ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৫৫ হাজার ৬১৩ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪-এর মধ্যে পেয়েছে ৫০ হাজার ৩৬৮ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৫৫ হাজার ৬৯৫ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩-এর মধ্যে পেয়েছে ৭৭ হাজার ৯৩৬ জন এবং জিপিএ-১ থেকে ২-এর মধ্যে পেয়েছে ১৪ হাজার ২৯৬ জন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এর বাইরে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আরও ৪২ হাজার ২৫০ জন শিক্ষার্থী তো আছেই। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৩ প্রাপ্ত ১৯ হাজার ৯৩৮ জন শিক্ষার্থী। সাধারণত আলিম পাসের পরে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অনার্স করার জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমায়। যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এরা ভিড় করে, সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় আরও প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীর বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব মতে, দেশজুড়ে সাড়ে ১৪ শতাধিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ অনার্স ও ডিগ্রির আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অনার্সে ৭৪ হাজার ৪শ', ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ হাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১ হাজার ৬৯টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৮৭ হাজার ১শ' আসন রয়েছে। ৬১টি অনার্স কলেজে (সাড়ে ৫৫ হাজার আসন রয়েছে)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আসন সংখ্যা মাত্র ১৯ হাজার ৪শ', ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে সাড়ে ১৮শ', বুয়েটে রয়েছে ৮১০টি আসন। মোট সাড়ে ২২ হাজার সিটের দিকেই মূলত শিক্ষার্থীদের নজর। সে হিসাবে এখানে হবে তীব্র ভর্তিযুদ্ধ। এক্ষেত্রে যত দুশ্চিন্তা দেখা দেবে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মতো মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েট) আসন মাত্র সাড়ে ২৫ হাজার। এছাড়া ৩০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বিআইটি, লেদার টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ও বেশকিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতেও সাড়ে ৩ হাজার আসন রয়েছে। বঞ্চিত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

বঞ্চিত : ভর্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ন্যূনতম একটি স্ট্যান্ডার্ড ফলাফলের অধিকারী হতে হয়; ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ পাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের জন্য এসএসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপি ৬ পেতে হয় এক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুর এসএসসির ফলাফল যা ভালো হয় আর এইচএসসিতে ভর্তি আবেদনের জন্য কমপক্ষে জিপি-২ ধারীদে ভর্তির যোগ্য ধরা হয়, পাবলিক ও প্রাইভে বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ১৩টি সরকারি মেডিকে কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নামক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো এবং বিভি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই এবার উত্তীর্ণ এক লা শিক্ষার্থীতে পূর্ণ হয়ে যাবে।

ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছেই। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয় ভারতসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে এবার আসন সঙ্কটের কারণে বিদেশ গমনে প্রবণতা আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশ প্রকাশ করেছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডি খোলার কারণে শিক্ষার্থীরা আবার পাস কো পড়তে অনাগ্রহী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন কোর্সে বিশেষ করে বেসরকারি অনার্স কলে শিক্ষার্থীকে খুব কমই টানতে পারছে। সেক্ষে সবার লক্ষ্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি। কয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পছন্দে তালিকায় ও সাধ্যের বিষয়টি অনেককে আ হতাশ করে।